"আমার ধ্যানের ভারত"
"India of My Dreams"

এক অহিংস সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গীর একটি প্রধান কর্মসূচী ছিল তাঁর 'গঠনমূলক' কার্যক্রম দেশ ও দেশবাসীকে চেনার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের সময় আমাদের দেশের নগ্ন বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি যে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন তা থেকেই তাঁর মধ্যে একটি অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল। এই পরিকল্পনা গান্ধীজীর কাছে শুধুমাত্র একটি গতানুগতিক কর্মসূচী ছিল না, ছিল তাঁর মানবিক হৃদয় পরিকল্পিত এক সুগভীর চিন্তাশীল দৃঢ়তার প্রকাশ। গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে গড়ে তোলা গ্রামগুলিই ন্যায়-নিষ্ঠাপূর্ণ আদর্শ অহিংসা সমাজ গঠনের ভিত্তি হতে পারে, যা দেশের সকল প্রকার নাগরিক, গঠনমূলক কর্মী ও নীতি নির্মাতাদের কাছে প্রকৃত ভারত গড়ার নির্দেশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গান্ধীজীর মতে গ্রাম পুনর্গঠনের দ্বারাই জাতির পুনর্নির্মাণ সম্ভব। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অভিনব পন্থায় এরূপ '১৮-দফা গঠনমূলক কর্মসূচী'-র মাধ্যমে 'ধ্যানের ভারত' গড়ে তুলবার গান্ধীজীর এই অদম্য প্রয়াস সত্যাশ্রয়ী এক ইতিহাস পুরুষের সত্য ও অহিংসাকে নিয়ে এক চরম পরীক্ষার ইতিহাসকে ব্যক্ত করে, মানব সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে যা ছিল এক বিস্ময়কর অধ্যায়।

এখানে ছবি ও লেখার মাধ্যমে গান্ধীজীর আদর্শ গ্রাম গঠনের জন্য মানবিক প্রচেষ্টার সামান্য একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের (বারাকপুর) সেই মহামানবের স্মরণে তাঁর সার্ধ শতবর্ষ লগ্নে এটি একটি বিনম্র সশ্রদ্ধ নিবেদন।

The constructive programme was the product of Gandhiji's vision of a non-violent society. It grew out of the knowledge he had grasped of the naked reality of our country at that time through his intense travels throughout the nation. These programmes were not a passing thought but a creation of well-planned and thoughtful strategy of his mind. It was Gandhiji's firm conviction that self-reliant villages form a sound basis for a just, equitable and non-violent social order, which can be a guiding principle for all citizens, constructive workers and policy makers in India. According to him, re-building of the nation could be achieved only by reconstructing villages. In the midst of the devastating situation of Indian Independence Mahatma Gandhi wedged almost a single handed battle to bring back sanity in place of cowardice and succor to the sufferer and the needy. Thus started a new experimentation to establish a healthy and harmonious human relationship through his '18 Constructive Programmes', which was a unique package of social development.

Here, in photographs and write-ups, a short glimpse of Mahatma Gandhi's ideas on communal structures for building up the reconstruction of ideal village in his dreamed India, has been presented to bring before the present generation that historical episode. On the occasion of the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi, this is a humble tribute of the Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore to the lasting memory of the Great Soul.

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Photo Courtesy : "Mahatma Gandhi's Life in Colour", compiled and published by Gandhi Serve India Trust, Mumbai, 2016

Gandhi Museum Barrackpore

গান্ধীজীর ১৮-দফা গঠনমূলক কর্মসূচী— সমাজ উন্নয়নের এক অনন্য সম্পদ

Gandhiji's 18-Points Constructive Programmes— A Unique Package of Social Development

১৯৩৫ সালে, গান্ধীজী তাঁর পল্লী পুনর্গঠন কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করবার জন্য মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় গড়ে তোলেন সেবাগ্রাম আশ্রম— যা ছিল 'গঠনমূলক কার্যাবলী' রূপায়নের প্রধান পরীক্ষাগার। খাদির ব্যবহার, গ্রামীণ শিল্পের প্রচার, প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, অনুন্নত শ্রেণির উত্থান, নারী কল্যাণ, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা, মাতৃভাষার প্রসারণ, মাদক বর্জন—এরূপ কার্যক্রম তিনি তাঁর '১৮-দফা গঠনমূলক কর্মসূচী'-র অধীনে অন্তর্ভুক্ত করেন। গান্ধীজীর মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ সম্পদগুলির সাথে নিযুক্ত করে সমাজের সার্বিক বিকাশের একটি নিরলস প্রচেষ্টার অবলম্বন করা।

মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত '১৮-দফা গঠনমূলক কর্মসূচী' :

(১) সাম্প্রদায়িক ঐক্য, (২) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, (৩) মাদক বর্জন, (৪) খাদি,
(৫) অন্যান্য গ্রামীণ শিল্প, (৬) গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা, (৭) মৌলিক শিক্ষা, (৮) প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা,
(৯) নারী উন্নয়ন, (১০) স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা, (১১) প্রাদেশিক ভাষা, (১২) জাতীয় ভাষা,
(১৩) অর্থনৈতিক সমতা, (১৪) কৃষক ও কৃষির উন্নয়ন, (১৫) শ্রমিক, (১৬) আদিবাসী,
(১৭) কুষ্ঠরোগী, (১৮) ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নয়ন।

In 1935, Gandhiji's started his rural reconstruction activities Sevagram to implement his idea of Constructive Programme which Included Items such as the use of Khadi, promotion of Village Industries, Basic and Adult Education, Rural Sanitation, upliftment of the Backward Classes, the welfare of Women, Education in Health and Hygiene, Prohibition and propagation of the Mother tongue. He incorporated all these activities under his 18-point Constructive Programme It is an attempt to develop society at the grassroots level with the resources that are available locally.

18-point Constructive Programmes for Social Development :

(I) Communal Unity, (2) Removal of Untouchability,
(3) Prohibition of Alcohol and Alcoholic Drugs,
(4) Khadhi, (5) Other Village Industries, (6) Village Sanitation
(7) Basic Education, (8) Adult Education, (9) Women Development,
(10) Education in Health and Hygiene, (11) Provincial Languages,
(12) National Language, (13) Economic Equality, (14) Development of Farmers,
(15) Labour, (16) Adivasi, (17) Lepers, (18) Development of Students.

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

সাম্প্রদায়িক ঐক্য COMMUNAL UNITY

"হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খ্রিস্টান যাঁরা ভারতবর্ষকে তৈরি করেছেন তাঁরা সবাই আমাদের দেশের লোক। তাঁরা সবাই একই মায়ের সন্তান, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের ভাই। রক্তের চাইতে বড় বন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ।"

—ম. ক. গান্ধী

গান্ধীজীর মতে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের অর্থ একটি অবিচ্ছেদ্য হৃদয় ঐক্য। রাজনৈতিক ঐক্যের চেয়েও এর একটি মহৎ তাৎপর্য বিদ্যমান। সাম্প্রদায়িক ঐক্য অর্জনের জন্য হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহিত করা উচিত এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রেমের উপর ভিত্তি করেই এরূপ ঐক্য গড়ে তোলা উচিত। গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ঐক্য ছাড়া দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা যাবে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃত্বস্থানীয়দের মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্ক আনয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃত্ববর্গীয়রা ঐক্যবদ্ধ হলে সাধারণ জনগণ স্বাভাবিকভাবেই তাদের অনুসরণ করবে—সেই ছিল গান্ধীজীর বিশ্বাস।

Everybody is agreed about the significance of communal unity, which means an unbreakable heart unity. Thus it has a wider significance than political unity. For the attainment of communal unity, every social worker should aim at developing and encouraging the bond of love and regard among the Hindu, Muslim, Christian, Zoroastrian and Jew members and cultivate a unity based on such mutual love and regard. Gandhiji found that social stability of the country cannot be achieved without the social unity among different communities. The leaders of the communities have to play an important role in bringing about the harmony relationship between the communities. If they are united, the masses will naturally follow them.

নোয়াখালিতে (অধুনা বাংলাদেশ) হিন্দু ও মুসলমান গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর ক্রন্দনরতা মহিলাদের সঙ্গে গান্ধীজী, ৭ নভেম্বর, ১৯৪৬ সাল

Mahatma Gandhi meeting weeping women after the riots between Hindus and Muslims in Noakhali (East Bengal), November 7, 1946

গান্ধীজী ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ নোয়াখালির (অধুনা বাংলাদেশ) দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে, নভেম্বর ১৯৪৬ সাল

Mahatma Gandhi and his party walking through the riot-affected areas in Noakhali (East Bengal), November 1946

নোয়াখালিতে (অধুনা বাংলাদেশ) গান্ধীজী ও সহযোগীবৃন্দ একটি নর করোটি পর্যবেক্ষণ করছেন, নভেম্বর ১৯৪৬ সাল

Mahatma Gandhi and his party viewing a human skeleton during his peace march in Noakhali, November 1946

নোয়াখালির (অধুনা বাংলাদেশ) দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণের সময় একজন মুসলিম গ্রামবাসীকে গান্ধীজী অভিবাদন করছেন, ডিসেম্বর ১৯৪৬ সাল

Mahatma Gandhi greeting an old Muslim Villager during his visit to the riot-stricken area of Noakhali (East Bengal), December 1946

গান্ধীজী ও খান আবদুল গফ্‌ফর খানের সঙ্গে বিহারে শান্তি যাত্রাকালে জাহানাবাদের কাছে একটি সংকীর্ণ সেতু অতিক্রম করছেন, ২৮ মার্চ, ১৯৪৭ সাল

Mahatma Gandhi followed by Khan Abdul Ghaffar Khan, crossing a narrow bridge near Jahanabad during Gandhi's peace march in Bihar, March 28, 1947

গান্ধীজী সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ বিহার প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবদুল বারির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন—বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অধ্যাপক বারিকে হত্যা করা হয়, ২৮ মার্চ, ১৯৪৭—গান্ধীজী তাঁর পুত্রকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, ২৯ মার্চ, ১৯৪৭ সাল, পাটনা

Mahatma Gandhi and Others paying their last homage to Prof. Abdul Bari, President of the Bihar Provincial Congress Committee, who got murdered on March 28, 1947–Gandhiji consoling the Son of Prof. Bari at the cremation ground, Patna, March 29, 1947

দেশের সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দিল্লীর বিড়লা হাউসে গান্ধীজী অনশনরত, ১৭ জানুয়ারি, ১৯৪৮ সাল

Mahatma Gandhi at Birla House, during his fast for communal peace in India, New Delhi, January 17, 1948

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ
Removal of Untouchability

"হিন্দুধর্মের ভেতর যে অস্পৃশ্যতা চালু রয়েছে তা ভগবানের এবং মানুষের বিরুদ্ধে পাপ। আমি বিশ্বাস করি যদি অস্পৃশ্যতা সত্যিই নির্মূল হয়ে যায় তাহলে হিন্দুধর্ম থেকে একটা বড় কলঙ্ক দূর হবে।"

—ম. ক. গান্ধী

অস্পৃশ্যতা একটি সামাজিক অভিশাপ। গান্ধীজীর মতে সমাজের মধ্যে সামাজিক সমতা থাকা উচিত। জন্ম বা জ্ঞান, ধর্ম বা অন্য কোনও বিবেচনার ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তি বা সমাজের কোনও বিভাগের দ্বারা কোনও সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়। অস্পৃশ্য হিসেবে কোনও মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করে না। অস্পৃশ্যতার প্রচলন হলো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ প্রদর্শন, কারণ 'হরিজন' ও 'অ-হরিজন' একই ঈশ্বরের সন্তান।

১৯৩২ সালে গান্ধীজী সমাজের অনুন্নত শ্রেণির স্বাবলম্বনের জন্য 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ' নামে একটি অরাজনৈতিক সমিতি গঠন করেন এবং চরখায় সুতো কাটা ও বয়ন গ্রহণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার প্রস্তাব দেন। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে হরিজন শ্রেণির স্ব-উন্নতির মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় গান্ধীজী নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। গান্ধীজীর 'স্বরাজ' ভাবনার মূল লক্ষ্য ছিল উচ্চ বা নিম্ন শ্রেণির বিভাজনকে পর্যুবশিত করে সকলের সমান অধিকার স্বরূপ এক 'সর্বোদয়' সমাজ প্রতিষ্ঠা, যে সমাজ হবে সর্বপ্রকার শোষণ ও আধিপত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

Untouchability is a social evil. According to Gandhiji, there should be perfect social equality among the people the society. No social superiority should be entertained by any individual or by a section of the society on the ground of birth or knowledge or religion or any other consideration. He has the opinion that no one is born as untouchable and unequal. The practice of untouchability is a sin against God as the Harijans and non-Harijans are the children of the same God. Even we are also children of God.

In 1932, Gandhiji introduced 'Harijan Sevak Sangh', a non-political association for their self-improvement. He suggested their economic self-reliance through the adoption of spinning and weaving. He advocated non-violence methods to be adopted by them for their self-employment and for proper realization of their rights. Gandhiji wanted the caste Hindus to sacrifice and struggle for the all- round development of the Harijans, 'The awakened Harijans should make serious attempts for self- improvement in all walks of life. In Gandhian concept of Swaraj, none should be high or low but all are to be equal citizens and this Swaraj society is free from any social exploitation and domination.

গান্ধীজী অস্পৃশ্যদের একটি সভায় ভাষণরত, ১৯২৬

Mahatma Gandhi addressing a meeting of untouchables at Bombay, 1926

হরিজনদের জন্য অর্থ সংগ্রহের সময় বালকবৃন্দের বেষ্টনী দ্বারা গান্ধীজী ও আব্বাস ত্যায়েবজীকে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে, ১৯২৬

Mahatma Gandhi and Abbas Tyabji being welcomed by a boys cordon at a function for collecting funds for Harijan, 1926

কাথিয়াবারের ভাবনগরে হরিজন শিশুদের সঙ্গে গান্ধীজী ও কস্তুরবা গান্ধী, ১ জুলাই, ১৯৩৪

Mahatma and Kasturba Gandhi with Harijan children at Bhavnagar, Kathiawad, July 1, 1934

গান্ধীজী— মীরাবহেন ও হরিজন নেতা ঠক্করবাপার সঙ্গে আলোচনায় রত, ১৯৩৪

Mahatma Gandhi talking with Mirabehn and Harijan leader Thakkar Bapa, 1934

গান্ধীজী সেবাগ্রামে সত্যাগ্রহ আশ্রমে হরিজন কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন, ১৯৩৯

Mahatma Gandhi speaking to Harijan workers at Satyagraha Ashram, Sevagram, 1939

আসাম যাওয়ার পথে একটি রেল স্টেশনে গান্ধীজী হরিজনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন, ১৯৪৬

Mahatma Gandhi collecting donations for Harijan Fund at a train station on his way to Assam, January 1946

দিল্লীর হরিজন কলোনীতে গান্ধীজী ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ সান্ধ্য প্রার্থনারত, এপ্রিল, ১৯৪৬

Mahatma Gandhi and associates during evening prayer, Harijan Colony, Delhi, April 1946

দক্ষিণ ভারত হরিজন যাত্রাকালে গান্ধীজী রেল স্টেশনের বাইরে ট্রেনের কামরা থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণরত, ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬

Mahatma Gandhi addressing the people from the train coach outside the station platform during his Harijan tour to South India, February 1946

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

মাদক বর্জন
Prohibition of Alcohol and Alcoholic Drugs

"চিকিৎসকদের সঠিক উপায় অনুসন্ধান করতে হবে, যার দ্বারা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা নেশার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে।"

—ম. ক. গান্ধী

মাদক দ্রব্য ও মাদক পানীয় সেবন গান্ধীজী সামাজিক পাপ হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি যে-কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধকরণের জন্য সরকার, সামাজিক সংগঠন ও সামাজিক কর্মীদের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন। গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন মাদক পানীয় ও মাদক দ্রব্য বহুল পরিমাণে সামাজিক ক্ষতির মূল কারণ। এক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির তুলনায় নৈতিক ক্ষতিই বেশি হয়। শারীরিক রোগ শরীরকে ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু মাদক পানীয় ও মাদক দ্রব্য শরীর ও আত্মা উভয়কেই বিনাশ করে।

Gandhiji considered drinks, intoxicating drugs and gambling as the social evils. He suggested the various measures to be undertaken to implement prohibition by the Government, Social Organizations and Social Workers. He realized the fact that the drinks and drugs is the root cause of many a social evil. The moral loss is greater than the financial loss; the physical disease may harm body but the drinks and drugs sap both the body and the soul.

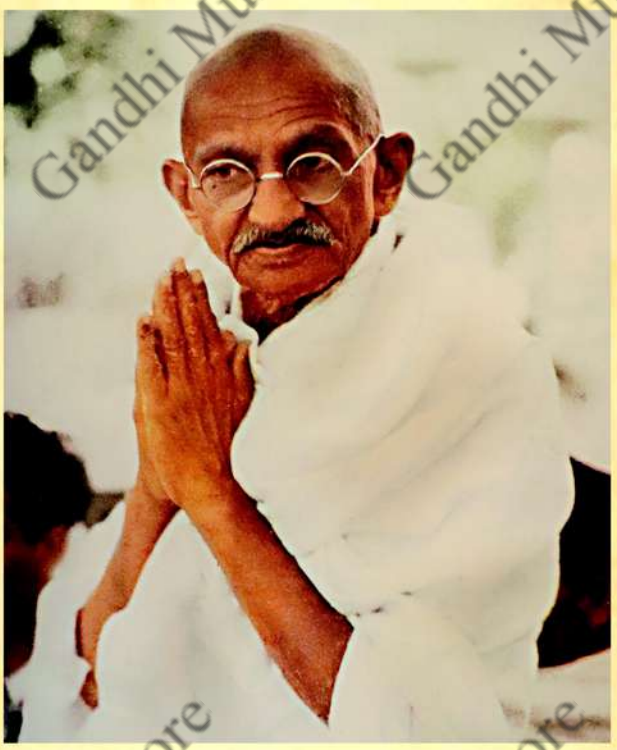

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা-৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

খাদি
Khadhi

"খাদি আমার কাছে ভারতীয় মানবতার ঐক্যের। এর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার, সাম্যের, ... এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় ভাণ্ডার।"

—ম. ক. গান্ধী

মানসিক বিচারে খাদির অর্থ উৎপাদন ও তা বিতরণের মাধ্যমে জীবনের প্রয়োজনীয় চাহিদার বন্টন। গান্ধীজী জাতির সর্বপ্রকার উন্নয়নের বিকাশের জন্য খাদিকে অনিবার্য উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯২১ সালে তিনি বলেন— *"যেমন আমরা শ্বাস গ্রহণ ও আহার গ্রহণ ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারি না, তেমনি প্রতি ঘরে ঘরে চরখায় সুতো বয়নকে পুনরুজ্জীবিত করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন না করতে পারলে এই প্রাচীন ভূমি থেকে নৃশংসতা নির্মূল করা অসম্ভব। একটি চরখা হবে দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতি পরিবারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই ব্যতীত পরিকল্পিত কোনও প্রকল্পই জনগণের গভীরতম দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করবে না।"*

১৯৩৪ সালে 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী লিখেছিলেন— *"খাদি গ্রামের সৌরজগতের সূর্য। সেখানকার গ্রহগুলি হলো বিভিন্ন শিল্প যেগুলি সূর্যের ন্যায় খাদি শিল্প থেকে উৎপন্ন তাপ ও পদার্থের বিনিময়ে এই শিল্পের মূল্যায়নে সহযোগিতা করে। এছাড়া অন্যান্য শিল্পের প্রসারণ সম্ভব হবে না এবং অন্যান্য শিল্পের পুনরুজ্জীবন ছাড়া খাদির অগ্রগতি সম্ভব নয়। গ্রামের মানুষ একদিকে যেমন এই খাদির মাধ্যমে তাদের অতিরিক্ত সময় উপভোগ করতে সক্ষম হবেন, তেমনি চরখা খাদ্য বস্ত্রের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে তাদের স্বনির্ভর করে তুলবে।"*

Khadi mentality means decentralization of production and distribution of the necessaries of life. Gandhiji considered Khadi as an inevitable means for the all-round development of the Nation. He said in 1921, *"Just as we cannot live without breathing and without eating, so it is impossible for us to attain economic independence and banish pauperism from this ancient land without reviving home-spinning. One holds the spinning wheel to be as much as a necessity in every household as the hearth. No other scheme that can be devised will ever solve the problem of the deepening poverty of the people".*

In 1934 Gandhiji wrote in Harijan, *"Khadi is the sun of the village solar system. The planets are the various industries which can support Khadi in return for the heat and substance they derive from it. Without it, the other industries cannot grow... and also without the revival of the other industries, khadi could not make further progress. For, villagers to be able to occupy their spare time profitably, the village life must be touched at all points. The spinning wheels provides the people food, cloth and make them self-sufficient."*

গান্ধীজী বম্বেতে একটি খাদি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন, ১৯২৬

Mahatma Gandhi opening a Khadi Exhibition at Bombay, 1926

গান্ধীজী সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে চরখায় সুতো কাটায় রত, অক্টোবর, ১৯৪০

Mahatma Gandhi spinning at Khadi Pratisthan, Sodepur, October 1946

গান্ধীজী সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলায় রত, ১৯৪৬, সোদপুর, কলকাতা

Mahatma Gandhi talking to people at Khadi Pratisthan, Sodepur, November 1946

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

অন্যান্য গ্রামীণ শিল্প
Other Village Industries

"গ্রামীণ অর্থনীতি প্রয়োজনীয় গ্রাম শিল্প, যেমন— হাতে পেষণ করা, হাতে চূর্ণ করা, তৈল পেষণ করা, চর্ম সংস্কার করা, কাগজ তৈরি করা ইত্যাদি ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না।"

—ম. ক. গান্ধী

গান্ধীজীর মতে গ্রামীণ শিল্প অর্থাৎ কাগজ প্রস্তুতিকরণ, সাবান প্রস্তুতিকরণ, হস্ত শিল্প, তেল নিষ্কাশন প্রভৃতি ব্যতীত গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। গ্রামীণ শিল্পই লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান যোগায় এবং মানুষের সৃজনশীল দক্ষতা প্রদর্শনে ও সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে একটি আকার ধারণ করে। বৃহৎ শিল্প চরখা ও তন্তু শিল্পের বিনাশ ঘটাবে এবং এর মাধ্যমে সম্পদ কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কতিপয় শ্রেণির হাতে ঘনীভূত হবে। বিপরীতভাবে, গ্রামীণ শিল্প হাজার হাজার গ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জাতীয় আয় বিতরণের দিকে পরিচালিত করে। গান্ধীজীর মতে আধুনিক মেশিন ও সরঞ্জাম, যেগুলি সকল প্রকার গ্রামের মানুষ ব্যবহার করে বৃহৎ পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে, সেক্ষেত্রে কোনও আপত্তি করা উচিত নয়। শুধুমাত্র সেগুলির অপব্যবহারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা অনুচিত।

According to Gandhiji village economy cannot be completed without the essential village industries such as hand-grinding, hand pounding, soap-making, paper-making, match-making, tanning, oil-pressing etc. The village industries give employment to millions of people and provide an outlet for the creative skill and resourcefulness of the people. Large scale industries will eliminate the spinning wheel and the handloom, and through the large-scale industries, the wealth will be concentrated in the hands of a few. On the contrary, the village industries will lead to distribution of national income among the millions of people in thousands of villages. Gandhians are not against machine per se if it meets two aims: self-sufficiency and full employment. According to Gandhi, there would be no objection to villagers using even the modern machines and tools that they could make and could afford to use. Only they should not be used as a means of exploitation of others.

"যন্ত্রের বিরোধী আমি নই, কিন্তু যন্ত্র আমাদের দাস করবে তার বিরোধী আমি সম্পূর্ণই। ... আমি এর নিয়ন্ত্রণ চাই। ... আজ যন্ত্র কয়েকজনকে লক্ষ লক্ষ জনকে শোষণ করার সুযোগ করে দিয়েছে। ... কিন্তু প্রধান বিবেচ্য ত মানুষই, যন্ত্র মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে চালনা করতে দেয় না। ... সহজ, সরল যন্ত্রপাতি যা লক্ষ লক্ষ মানুষের ভার লাঘব করে তাকে আমি স্বাগত জানাই।"

—ম. ক. গান্ধী

মৌলনা আবদুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, খান আবদুল খফফর খান, সরোজিনী নাইডু, ডঃ মুকতার আহমেদ আনসারি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় গ্রামীণ শিল্প অ্যাসোসিয়েশনে গান্ধীজীর প্রস্তাব সমর্থন করছেন, ১৯৩৪

Maulana Abul Kalam Azad, Khan Abdul Ghaffar Khan, Sarojini Naidu, Dr. Mukhtar Ahmed Ansari, Sardar Vallabhbhai Patel and Others voting for Gandhiji's resolution for All-India Village Industries Association, Bombay, October 24, 1934

গান্ধীজী শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর গ্রামীণ পুনর্গঠন কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

Mahatma Gandhi visiting the Rural Reconstruction Centre of Viswa-Bharati, Sriniketan, February 18, 1940

রামগড়ে জেন্দাচকে ৫৩তম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বভারতীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প প্রদর্শনীতে গান্ধীজীকে স্বাগত জানানো হচ্ছে, রামগড়, ১৪ মার্চ, ১৯৪০

Mahatma Gandhi being welcome to the All-India Khadi and Village Industries Exhibition at the 53rd Indian National Congress in Jendha Chowk at Ramgarh, March 14, 1940

গান্ধীজী ৫৩তম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী সর্বভারতীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প প্রদর্শনরত, মার্চ, ১৯৪০

Mahatma Gandhi inspecting the All-India Khadi and Village Industries exhibition at 53rd Indian National Congress at Ramgarh, March, 1940

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা
Village Sanitation

"আমরা মনে করি যে কুয়া, পুকুর, নদী এগুলিকে নোংরা করা বা এগুলির পাশে স্নান ইত্যাদি করা মহা পাপ।"

—ম. ক. গান্ধী

গান্ধীজীর দ্বারা পরিকল্পিত গ্রামীণ স্বচ্ছতা বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণভাবেই জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা নীতি কেন্দ্রিক। গ্রামের স্থানীয় উপলব্ধ উপাদান দ্বারা নির্মিত বাসস্থানে অবশ্যই পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি গ্রাম্য কুটিরে গার্হস্থ্যের ব্যবহারের জন্য ও গৃহপালিত গবাদি পশুর আহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের সব্জি উৎপাদনের নিমিত্ত আঙ্গিনা থাকা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ জল সরবরাহের জন্য প্রত্যেক গ্রামে নিজস্ব জলাধার থাকবে। গ্রামের রাস্তা-ঘাট ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। গ্রামের প্রতিটি মানুষই গ্রামের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, জলাধার, নদী-নালার পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজে নিযুক্ত থাকবে।

The deal village envisaged by Gandhiji could be constructed on the basis of the principles of public hygiene and sanitation. The houses which are to be built with locally available material will have sufficient light and ventilation. Each house or a cottage shall have a courtyard to grow vegetables for domestic consumption and to house cattle. The village streets and lanes will be kept clean. Each village shall have its own waterworks to ensure clean water supply. The village people to maintain cleanliness in and around the village, including public wells, tanks and rivers.

মহিলা আশ্রম (জামনালাল বাজাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র)-এর ছাত্রীরা গ্রামীণ স্বচ্ছতা অভিযানের পর সেবাগ্রাম সত্যাগ্রহ আশ্রম-এর কুটিরের সন্নিকটে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাত করছেন, ১৯৪১

Students of Mahila Ashram (training centre for women founded by Jamnalal Bajaj) meet Mahatma Gandhi in front of his hut at Satyagraha Ashram, Sevagram, after village cleaning campaign, 1941

গান্ধীজী সেগাঁও গ্রামে স্বচ্ছ অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ১৯৩৬

Gandhiji getting ready for the cleaning campaign of the village Segaon, 1936

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

মৌলিক শিক্ষা
Basic Education

"আমি চাই যে শিক্ষা হস্তশিল্প অথবা শিল্পের মাধ্যমে শেখানো উচিত।"

—ম. ক. গান্ধী

গান্ধীজী 'নই-তালিম' ধারণাটির প্রবর্তন করেন—যা ছিল 'শিশু এবং মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ অঙ্কিত চিত্র'। তাঁর মতে স্বাক্ষরতাই একমাত্র শিক্ষার শেষ দিশা নয়। গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শন ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় টলস্টয় ফার্মে অবস্থানকালে শারীরিক, সাহিত্যিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা লাভের প্রসারে পরিক্ষিত নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে যেমন বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি স্বাক্ষরতা ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করা হোত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শিশু মনের প্রকৃত বিকাশ শুধুমাত্র তাদের পুঁথিগত শিক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা সম্ভব নয়। গান্ধীজীর মৌলিক শিক্ষার অর্থই ছিল গ্রামের হস্তশিল্পের মধ্য দিয়ে একটি নীরব সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব আনয়ন করা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা।

Gandhiji developed the idea of Nai Talim, for the 'all round drawing of the best in child and man, body, mind and spirit'. According to him literacy in itself is no education, it is not the end of education. His philosophy of education was based on his experiments with physical, literary and moral training at the Tolstoy Farm in South Africa. The vocational training was given through carpentry, shoe-making, gardening etc. He realized that the spirit of the children could not be trained through books alone. Thus the Gandhian scheme of education is meant to bring about a silent socio-economic and political revolution through the medium of village handicrafts. It removes unemployment through the vocational training and provides economic and social security to the people.

Since the educational system made compulsory by the British, completely ignored the needs of the village population, Gandhiji developed an educational model, which took into account the economic, political and cultural situation of India. Parallel to the economic independence of the schools, it was of importance to Gandhiji that the intellect and the feelings of the children were as equally encouraged as their manual capabilities. The idea of Nai Talim, the new education, left a lasting impression on the educational system of India.

সেবাগ্রামের সত্যাগ্রহ আশ্রমে সর্বভারতীয় শিক্ষামূলক সম্মেলনে গান্ধীজী, ২২ অক্টোবর, ১৯৩৭

Mahatma Gandhi during the All-India Educational Conference at Satyagraha Ashram, Sevagram, October 22, 1937

গান্ধীজী প্রচলিত 'নই-তালিম' সম্পূর্ণ 'নিপুণতা ভিত্তিক' শিক্ষা, যার মাধ্যমে ব্যবহারিক দক্ষতায় একজন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মানসিকতায় সামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্র ও ভিত্তি হিসেবে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়, যেখানে দক্ষতা অর্থাৎ সাক্ষরতা ও গণিত শাস্ত্র তাদের নৈপুণ্যতার পরিষেবার মাধ্যমে শিক্ষণীয় হয়

Nai Talim is conceived as a "craft-based" education in which practical skill serves as the center and foundation of an individual's spiritual, cultural, and social development and in which skills such as literacy and mathematics are learned in context with and in service to their craft

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা
Adult Education

"প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা বলতে আমি বুঝি বয়স্কদের সঠিক রাজনীতি শিক্ষা, যা মৌখিকভাবে শেখানো হবে।...এইরূপ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অন্যান্য বিষয়গুলিও পাঠ্য হবে।"

—ম. ক. গান্ধী

গান্ধীজীর মতে বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিতি লাভেই প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার সমাপ্তি হওয়া উচিত নয়। নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞানের বিস্তারের সাথে সাথে পারস্পরিক সাহচার্যে মিলিত হতে হবে, যা সাক্ষরতার প্রসারে গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপযোগী হবে। সামাজিক কর্মীরা নিরক্ষর জনগণের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার বিকাশে নিজেদের নিযুক্ত করবে। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়গুলিতে গ্রামীণ জীবন ও গ্রামের প্রয়োজনীয়তার প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করে শিক্ষণীয় করে তুলতে হবে। গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন এই দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হলে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার বিষয়টি প্রতিটি গ্রামের প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

According to Gandhiji, adult education should not end with bare acquaintance with the alphabet. The literary education of illiterate adults should go hand in hand with the spread of the knowledge which is useful to the villager in their daily life during the transitory stage towards complete literacy; the social workers shall engage themselves in adult education of the illiterate people. Arithmetic, Geography, History and other subjects should be taught with a special reference to the village life and the village needs. If the adult education were to be village need-based education, this will lead to the eradication of illiteracy from the country.

গান্ধীজী ওয়ার্ধার সেবাগ্রাম সত্যাগ্রহ আশ্রমে সমাজকর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় রত, মে, ১৯৩৬

Mahtma Gandhi discussing with the Social Workers at Satyagraha Ashram, Sevagram, Wardha, May, 1936

গান্ধীজী তাঁর নাতি কানু গান্ধীর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের একটি প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছেন, ১৯৩৭

Gandhiji with his grandson Kanu Gandhi– Watching an exercise of Volunteers, 1937

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

নারী উন্নয়ন
Women Development

"নারী ত্যাগের, নীরব দুঃখ সহ্যের, নম্রতার, বিশ্বাস এবং জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক। সেবা ও কর্মের ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের প্রকৃত সহযোগী।"

—ম. ক. গান্ধী

গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই একই আত্মা বসবাস করে এবং তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ রয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয়েই এই সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উভয়েই একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া জীবনধারণ করতে পারে না। উভয়ের মানসিক ক্ষমতা অভিন্ন হলেও ক্ষেত্র বিশেষে তারা ভিন্ন। একজন নারী মা হিসেবে পুরুষের চেয়েও আরও বেশি কষ্ট, আত্মহুতি ও প্রেম প্রদর্শন করেন। তিনি বাড়ির রুটির যোগান, অভ্যন্তরীণ পরিবেশের রক্ষক ও সাংসারিক ব্যবস্থাপনায় অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাই সেই নারী ঘরের কাজ সম্পন্ন করার পর কিছু গঠনমূলক কার্যক্রমও গ্রহণ করতে পারেন। দেশের ভবিষ্যৎ যেহেতু তাঁর সমস্ত সন্তানদের দ্বারাই সুআকৃতিপ্রাপ্ত হয়, তাই প্রতিটি নারীকেই সরলতা, বিশ্বস্ততা, অহিংসা, সত্য, নির্ভিকতা, শ্রম মর্যাদা ও আত্মনির্ভরতা বিষয়ে শিক্ষিত হওয়া উচিত।

Gandhiji believed that the same soul resides in both man and woman and both of them have equal opportunities to develop their personality. They are inseparable pair and one cannot live without the other. Though both man and woman posses equal mental abilities, they differ in certain respects. Woman posses greater degree of non-violence than man. As a mother, she exhibits greater degree of suffering, sacrifice and love. She is the mistress of the house, keeper and distributor of the bread in the house and takes greater interest in the management of the house. After completing her house work, she can take up some constructive activities. As the future of the country is to be shaped by her children, the women should teach her children simplicity, faithfulness, non-violence, truth, fearlessness, dignity of labour and self-reliance.

মাদ্রাজে মহিলাদের একটি জনসভায় গান্ধীজী, সেপ্টেম্বর, ১৯২১

Mahatma Gandhi at a women's meeting in Madras, September 1921

পুলিশি অতি সক্রিয়তার জন্য কস্তুরবা গান্ধী বোম্বের বিশিষ্ট মহিলা গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন, বরসাদ, ১৯৩০

Kasturba Gandhi with prominent Bombay women demonstrating against police excesses at Borsad, 1930

গান্ধীজী এবং কস্তুরবা গান্ধী চরখা বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওয়ার্ধার মহিলা আশ্রমের মেয়েদের সঙ্গে সেবাগ্রামে গান্ধীজীর কুটিরের সামনে আলোচনায় রত, ১৯৪৫

Mahatma Gandhi and Kasturba Gandhi talking to girls of Mahila Ashram (Wardha), on the occasion of Rantia Jayanti (Spinning Wheel Anniversary) in front of Mahatma Gandhi's hut at Satyagraha Ashram, Sevagram, 1940

গান্ধীজী সেবাগ্রামে সত্যাগ্রহ আশ্রমে মহিলা আশ্রমের মহিলা গোষ্ঠীর সঙ্গে, ১৯৪৫

Mahatma Gandhi, Surrounded by women of Mahila Ashram (Wardha) at Satyagraha Ashram, Sevagram, 1945

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা
Education in Health and Hygiene

"সুবিন্যস্ত সমাজে নাগরিকেরা স্বাস্থ্যবিধি জানেন এবং পালন করেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই মনুষ্যকুল এই স্বাস্থ্যবিধি অবহেলা ও লঙ্ঘন করেন বলে বিভিন্ন রোগের স্বীকার হন।"

—ম. ক. গান্ধী

গান্ধীজী স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষার মৌলিক নীতি হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার প্রয়োগ এবং সমস্ত নিষ্ক্রিয় ও অশুভ চিন্তাধারা নির্মূল করবার অভিমত প্রকাশ করেন। শারীরিক ও মানসিক কাজের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন এরূপ শিক্ষার একটি বিশেষ নীতি। তাঁর মতে প্রতিটি কাজেই যাতে অন্তরের অভিব্যক্তি সঠিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে সেরূপ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে করা উচিত। নিজের আনুগত্য স্বীকার করে জীবনধারণ না করে কাজের ক্ষেত্রে সহকর্মীর পরিষেবাই শ্রেয়। মন ও শরীরকে যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক। তাই পরিবেশের জল, খাদ্য ও বাতাসকেও পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতায় সন্তুষ্ট না হয়ে নিজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশকেও একইভাবে তিনগুণ বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুলতে হবে। সুস্থভাবে জীবনধারণের জন্য এরূপ স্বাস্থ্যবিধি নিজের প্রয়োজনেই প্রতিটি মানুষের রপ্ত করা উচিত।

Gandhiji considered the fundamental laws of health and hygiene is as follows: Think the purest thoughts and banish all idle and impure thoughts. Breathe the freshest air day and night. Establish a balance between bodily and mental work. Stand erect, sit erect and be neat and clean in every one of your acts, and let these be an expression of your inner condition. Eat to live for service of fellow men. Do not live for indulging yourselves. Hence your food must be just enough to keep your mind and body in good order. Man becomes what he eats. Your water, food and air must be clean and you will not be satisfied with mere personal cleanliness, but you will infect your surroundings with the same three-fold cleanliness that you will desire for yourselves.

গান্ধীজী ভেরাগ্রামে প্লেগ রোগ আক্রান্ত গ্রামবাসীদের একটি সভায় ভাষণরত, মে, ১৯৩৫

Mahatma Gandhi addressing a meeting of the villagers at Vera village in the plague effected area, May 1935

বরসাদে প্লেগ ত্রাণ শিবিরে গান্ধীজী ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ, ২৫ মে, ১৯৩৫

Mahatma Gandhi with associates at Borsad plague relief camp, May 25, 1935

গান্ধীজী প্লেগে আক্রান্ত একটি অঞ্চলে গ্রামবাসীদের একটি আলোচনাসভায় ভাষণরত, মে, ১৯৩৫

Mahatma Gandhi addressing a meeting of villagers in the plague effected area, May 1935

গুজরাটে মহামারী দ্বারা আক্রান্ত অঞ্চল পরিদর্শনের সময় গান্ধীজী, কস্তুরবা, ডঃ সুশীলা নায়ার ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে একটি প্রার্থনা সভায়, ১৯৪০

Gandhiji with Kasturba Gandhi, Dr. Sushila Nayar, and Sardar Vallabhbhai Patel in a prayer meeting while visiting epidemic stricken villages in Gujarat, 1940

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

প্রাদেশিক ভাষা
Provincial Languages

“ অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত যে স্বরাজ তার অন্যতম শর্ত হলো প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে তার অবদান রাখবে।... এর জন্য যে পর্যায়গুলির তারা সম্মুখীন হবে তা জানা নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় সম্ভব নয়। ” —ম. ক. গান্ধী

গান্ধীজীর মতে মাতৃভাষা শিশুর মনের বিকাশের একটি স্বাভাবিক মাধ্যম। কোনও নির্দিষ্ট ভাষা বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রকাশে অক্ষম— এরূপ ধারণা নিছকই একটি কুসংস্কার। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী রাশিয়া এবং জাপানের উদাহরণ ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে ইংরেজী ভাষা ছাড়াই নিজেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে তাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। সুতরাং ভারতীয় ভাষাকেও সঠিকভাবে উন্নত করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ইংরেজি বইগুলির দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতে অনুবাদ করা উচিত।

According to Gandhiji, mother tongue is a natural means to develop the mind of the child. It is a mere superstition to believe that a particular language is incapable of expression of scientific ideas. He explained this point by giving the examples of Russia and Japan which have achieved all their scientific progress without English as their medium. Hence the Indian languages are to be properly developed; and the useful English books should be translated into regional languages for the sake of majority of the Nation.

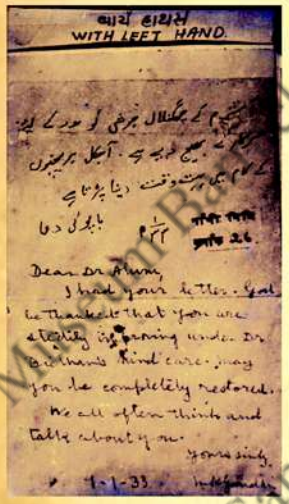

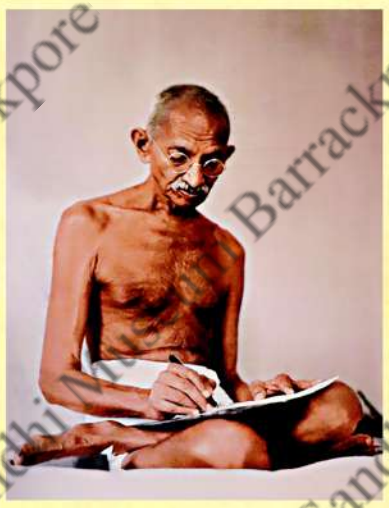

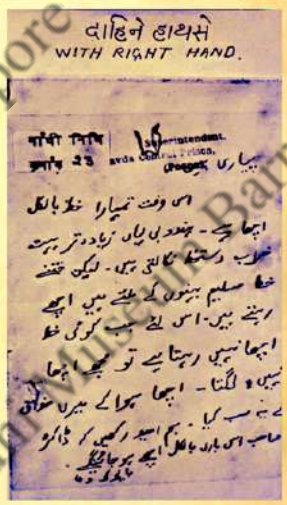

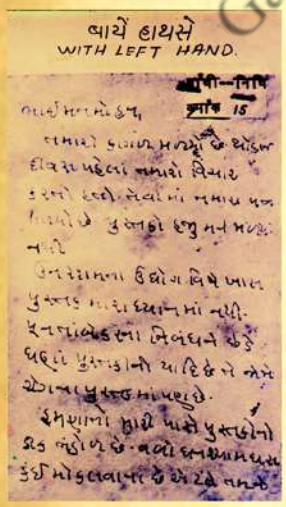

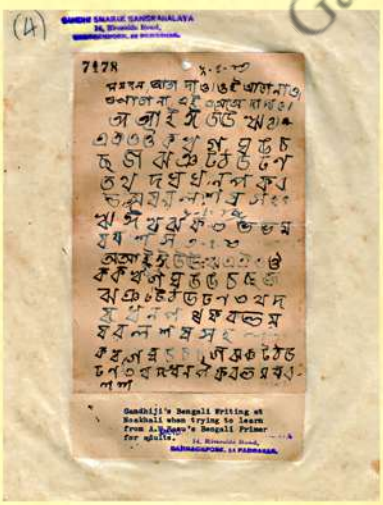

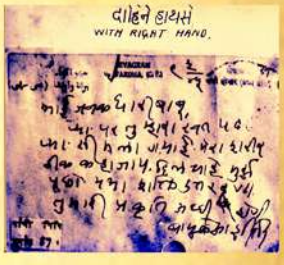

হিন্দী, বাংলা, উর্দু ও গুজরাটী ভাষা সহ বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গান্ধীজীর লেখা

Gandhiji's writings in his own hands in different languages including Hindi, Bengali, Urdu and Gujarati

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

জাতীয় ভাষা
National Language

সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যোগাযোগের জন্য এমন একটি ভাষার প্রয়োজন যা অনেকেই জানে অথবা অনায়াসেই শিখে নিতে পারে। এমন একটি ভাষা নিঃসন্দেহে হিন্দি।

Gandhiji felt that India needs a common language, which is known and understood by a large number of people and others can easily pick up. This is Hindi.

গান্ধীজী অখিল ভারতীয় সাহিত্য পরিষদে ভাষণরত, নাগপুর, ২৪ এপ্রিল, ১৯৩৬

Mahatma Gandhi addressing at Akhil Bhartiya Sahitya Parishad (All India Literature Conference), Nagpur, April 24, 1936

গান্ধীজী অখিল ভারতীয় সাহিত্য পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করছেন, নাগপুর, ২৪ এপ্রিল, ১৯৩৬

Mahatma Gandhi presiding over the All India Literature Conference at Nagpur, April 24, 1936

গান্ধীজী অখিল ভারতীয় সাহিত্য পরিষদে নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক উপস্থাপিত একটি সম্মেলনে, নাগপুর, ২৪ এপ্রিল, ১৯৩৬

Mahatma Gandhi at a presentation of an address by citizens during the All India Literature Conference at Nagpur, April 24, 1936

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

অর্থনৈতিক সমতা
Economic Equality

"অর্থনৈতিক সাম্যের অর্থ হলো একদিকে যেমন কয়েকজন ধনী মানুষ, যাদের হাতে দেশের সম্পদ একত্রিত হয়েছে তাদের কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে অন্যদিকে অর্দ্ধভুক্ত বস্ত্রহীন লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থাও করতে হবে।"

—ম. ক. গান্ধী

অর্থনৈতিক সমতার অর্থ প্রত্যেকের পর্যাপ্ত পুষ্টির আহার গ্রহণ, বসবাসযোগ্য উপযুক্ত আশ্রয়ের সংস্থান, যথাযথভাবে খাদি বস্ত্র পরিধান করা, সময়োপযোগী চিকিৎসা, ত্রাণ এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই বিষয়ে গান্ধীজীর অভিমত ছিল সকলের জন্য সম বেতন বন্টন এবং ভাঙ্গী, ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক প্রমুখ সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সৎ কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান।

Economic equality means that everyone shall have sufficient and nutritious food to eat, proper shelter to live in, adequate khadi to wear, timely medical relief and necessary facilities for education. The ultimate aim of Gandhian concept of economic equality is equal pay for all. The Bhangi, the doctor, the lawyer, the teachers etc. would get the same wages for an honest day's work.

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

কৃষক ও কৃষির উন্নয়ন
Development of Farmers

"স্বরাজ একটি মহতী সংগঠন। এটিকে তৈরি করতে গেলে আশি কোটি হাতের প্রয়োজন, এর মধ্যে কৃষকরাই সবচেয়ে বড় অংশ। যেদিন তারা তাদের অহিংস শক্তি সম্পর্কে সচেতন হবে সেদিন বিশ্বের কোনও শক্তিই তাদের আটকাতে পারবে না।"

—ম. ক. গান্ধী

ভারতের বিশাল জনসংখ্যার পেশাগত জীবীকা কৃষি এবং এটি দেশের গ্রামগুলির মূল ভিত্তি। এই সংশ্লিষ্ট পেশা সমূহ গবাদি পশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন, ডেয়ারি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এগুলি সঠিক পরিকল্পনায় করবার জন্য এই পেশায় নিযুক্ত জনগণকে যথেষ্ট পরিমাণে তাত্ত্বিক এবং কৃষি সম্পর্কিত বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে হবে। গান্ধীজীর মতে গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থা এমন উপায়ে পরিকল্পনা করা উচিত যাতে প্রতিটি গ্রাম খাদ্যের প্রয়োজনে স্বাবলম্বী হয়।

Kisans form the bulk of India's population and are the backbone of this rural country. Majority of the India's population depend on agriculture and associated occupations such as cattle farming, dairying, poultry, piggery etc. In order to do this, they must acquire sufficient theoretical as well as practical knowledge about agriculture. According to him, the agriculture of a village should be planned in such a manner that each village shall be self-sufficient in its food requirements.

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

শ্রমিক
Labour

"আমার যদি উপায় থাকত আমি আমেদাবাদ মডেলের অনুকরণে ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে গড়ে তুলতাম। ... আমেদাবাদ শ্রমিক সংগঠনের ভিত্তি হলো অহিংসা।..."

—ম. ক. গান্ধী

গান্ধীজীর মতে ভূমি মালিকদের তাদের চাহিদার চেয়ে বেশি কিছু গ্রহণ করবার প্রয়োজন হবে না এবং এই উপায়ে তারা সহজেই জীবনযাপন করতে পারবে, যাতে তারা গ্রামের দরিদ্র অংশের উন্নয়নে নিজেকে যুক্ত করতে পারে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের অংশীদার হতে পারে। ভূমিহীন শ্রমিকদের খাদ্য, পোশাক ও আশ্রয়ের ন্যায় তাদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত মজুরি পেতে হবে। তাদের কাছে, তাদের শ্রমই হলো মূলধন। তাই সমাজে তাদের যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

The land owners should not take more than their needs and should lead a simple life they should engage themselves m the upliftment of the poorer sections of the village and should become partners in the peaceful evolution of socio-economic change. The landless labourers should get sufficient wages to provide their primary requirements such as food, clothing and shelter. To them, their labour is the capital. This capital should be given due recognition in the society.

Bread labour is a veritable blessing to one who would observe non-violence, worship Truth and make the observance of brahmacharya a natural act. This labour can truly be related to agriculture alone. But at present, at any rate, everybody is not in a position to take to it. A person can therefore, spin or weave or take up carpentry or smithery, instead of tilling the soil, always regarding agriculture, however, to be the ideal. Everyone must be his own scavenger. Evacuation is as necessary as eating; and the best thing would be for everyone to dispose of his own waste.

From Yeravada Mandir

বস্ত্রকল শ্রমিকদের দ্বারা সংঘটিত আমেদাবাদ সত্যাগ্রহের সময়, ১৯১৮

During the Ahmedabad Satyagraha by the Mill Workers, 1918

ল্যাঙ্কাশায়ারে একটি বস্ত্রকলের শ্রমিকদের সঙ্গে, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

Mahatma Gandhi and cheering mill workers while leaving one of the textile mills at Spring Vale, Darwen, Lancashire, UK, September 26, 1931

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

আদিবাসী
Adivasi

"আদিবাসী শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো যারা আদি জনগোষ্ঠী। তাদের সেবা গঠনমূলক কার্যক্রমের একটি অন্যতম অংশ।"

— ম. ক. গান্ধী

আদিবাসী শ্রেণির কল্যাণমূলক বিষয়টি গান্ধীজী তাঁর ১৮-দফা কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন— *"যদিও আদিবাসীদের উন্নয়ন বিষয়টি আমার কর্মসূচীতে ষোড়শতম ক্রমান্বয়ে অন্তর্ভুক্ত, তবুও এই বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের দেশ সুবিশাল এবং এতটাই জাতিগত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষও তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারে না। দেশের এক জাতি যদি অপরের সাথে এক হওয়ার চেতনার ইচ্ছা প্রকাশ না করে, তবে যে কেউই বুঝতে পারে যে এক জাতি হবার দাবী করা আমাদের পক্ষে কতটা কঠিন।"*

Under his 18-point Constructive Programme, Gandhiji included the welfare of Adivasies also. He said—*"Though they are the sixteenth number in this programme, they are not the least in point of importance. Our country is so vast and the races so varied that, the best of us cannot know all there is to know of men and their condition. As one discovers this for oneself, one realises how difficult it is to make good our claim to be one nation, unless every unit has a living consciousness of being one with every other".*

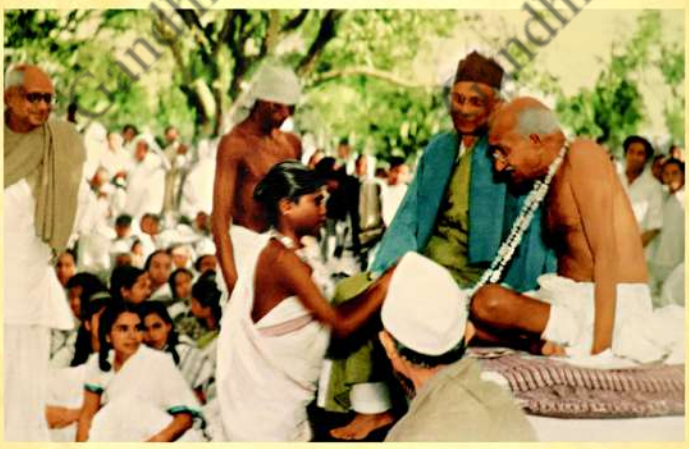

শান্তিনিকেতনে দীনবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে একজন সাঁওতাল বালিকা গান্ধীজীকে মাল্যদান করছে, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৫

A Santal girl garlanding Mahatma Gandhi on the occasion of the foundation laying ceremony of the Deenbandhu Memorial Hospital, Santiniketan, December 19, 1945

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

কুষ্ঠরোগী
Lepers

"কুষ্ঠরোগীদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কিন্তু তাদের অবহেলাই করা হয়। আমি এটিকে হৃদয়হীনতার পরিচয় বলব।"

—ম. ক. গান্ধী

গান্ধীজীর মতে কুষ্ঠরোগীর সেবা মানবিকতার সেবা। তিনি বলেন— *"ভারত, মধ্য আফ্রিকার পরে এমন একটি দেশ, যেখানে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা অনেক বেশী। যদিও সামাজিক ক্ষেত্রে তারাও আমাদের ন্যায় সমান অংশীদার। আমরা তাদের প্রতি মনোনিবেশ না করে বরং তাদের অবহেলাই করি। অহিংসার ক্ষেত্রে এরূপ আচরণ নিষ্ঠুর মানসিকতার প্রকাশ। ... যদি অহিংস উপায়ে দ্রুত স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন দেখায় আন্তরিক হই, তবে সেই ভারতে এমন একজন কুষ্ঠরোগী বা ভিক্ষুক থাকবে না, যে আমাদের সেবা অর্জন করবে না।"*

According to Gandhiji, service to the lepers is service to the suffering humanity. He said— *"India is perhaps a home of lepers next only to Central Africa. Yet they are as much a part of society as the tallest among us. But the tall absorb our attention though they are least in need of it. The lot of the lepers who are much in need of attention is studied neglect. I am tempted to call it heartless which it certainly is, in terms of non-violence."* He visualised in swaraj state, no suffering man should go uncared. In this regard he said— *"If India was pulsating with new life, if we were all in earnest about winning independence in the quickest manner possible by truthful and non-violent means, there would not be a leper or beggar in India uncared for and unaccounted for."*

গান্ধীজী চিকিৎসক দ্বারা কুষ্ঠরোগী পরাচুর শাস্ত্রীর চিকিৎসা নিরীক্ষণ করছেন, সেবাগ্রাম, ১৯৪০

Mahatma Gandhi observing leper patient Parchure Shastri being examined by an outside medical doctor at Satyagraha Ashram, Sevagram, 1940

সেবাগ্রামের সত্যাগ্রহ আশ্রমে গান্ধীজী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সংস্কৃত পণ্ডিত পরাচুর শাস্ত্রীর সেবায় রত, ১৯৪০

Mahatma Gandhi attending to leper patient Sanskrit Scholar Parchure Shastri at Satyagraha Ashram, Sevagram, 1940

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নয়ন
Development of Students

“ ছাত্র-ছাত্রীরাই ভবিষ্যতের আশা। তাদের নিজেদের অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। পুরোদস্তুর শিক্ষালাভের জন্য একটি শর্ত মানতেই হবে, তা হলো ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্রতা বজায় রাখা। ”

—ম. ক. গান্ধী

(১) ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে, কোনও অনুকরণকারী হওয়া নিস্প্রয়োজন।
(২) তাদের স্বাধীনতা থাকবে, তবে অবশ্যই সংযম ও নম্রতার সাথে সেই স্বাধীনতার অনুশীলন করতে হবে।
(৩) তাদের হৃদয় হবে বিশুদ্ধ, যা ব্যক্তিগত জীবনের বিশুদ্ধতাকে নিশ্চিত করবে।
(৪) তাদের চিন্তা, বচন ও যে-কোনও কর্মেই আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা উচিত এবং হৃদয়ে অত্যাবশ্যক শক্তি সংরক্ষণ করা উচিত।
(৫) জাতির পরিষেবার জন্য তাদের ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করা উচিত।
(৬) তাদের শ্রমের মর্যাদা বজায় রাখার মানসিক ইচ্ছা পোষণ করা উচিত।

গান্ধীজীর মতে ছাত্রদের খাদি বস্ত্র পরিধান করা উচিত এবং নিজেদেরকে গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা উচিত। অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিষয়ে তাদের অধ্যয়ন করা উচিত। অবসরকালীন সময়ে অশিক্ষিতদের শিক্ষিতকরণের জন্য দিবা-রাত্রি ব্যাপী বিদ্যালয় পরিচালনা করা আবশ্যক। হরিজন আবাসস্থলগুলির পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা এবং ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকেই স্বাস্থ্য সচেতনতার শিক্ষা প্রদান তাদের নীতি হওয়া উচিত। গান্ধীজীর মতে ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক নয়। ছাত্রদের কাজ অধ্যয়ন করা— তারা গবেষক, কিন্তু রাজনীতিবিদ নয়। একযোগে সক্রিয় রাজনীতি ও প্রকৃত অধ্যয়ন সম্ভবপর নয়। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মতাদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচী বিষয়ে অবগত হতে পারে। প্রয়োজনে তারা স্বাধীনভাবেই যে-কোনও পক্ষের সাথেই সহানুভূতির সঙ্গে তাদের মতামত বিনিময় করতে পারে। কিন্তু ছাত্রদের দ্বারা কোনও রাজনৈতিক হরতাল ও বিক্ষোভের সমর্থন করা অনুচিত।

Gandhiji wished that the students should possess the following qualities :

(i) The students must have initiative, they must not be imitators,
(ii) They must possess freedom. However, they must exercise freedom with restraint and humility.
(iii) They should have purity of heart which ensures the purity in personal life.
(iv) They must maintain self-control in thought, word and action and should preserve the vital energy.
(v) They should cultivate the sense of service to the community.
(vi) They must develop sense of dignity of labour.

Gandhiji wished that the students should wear Khadi clothes and engage themselves in constructive programme. They will study the literature about spinning with all its economic, social, moral and political implications. During their vacation, they must conduct day and night schools for the illiterates. They could clean the Harijan Quarters, their children and give simple lessons in hygiene both to the young and the grown up. According to Gandhiji students must not take part in party politics. The students are to study, they are researchers but not politicians. It is not possible for the student to be active politicians and to be real students simultaneously. They can study the programmes and ideologies of the various political parties and listen to their point of view. They should have & freedom of opinion and can openly sympathizes with any party which they like. But they should not support political strikes and demonstration.

গান্ধীজী আমেদাবাদের পালদিতে শর্দা মন্দির বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণরত, ২৩ জুলাই, ১৯৪৬
Mahatma Gandhi addressing pupils of Sharda Mandir School, Paldi, Ahmedabad, July 23, 1933

গান্ধীজী ছাত্রদের ফল বিতরণ করছেন, ১৯৪৬
Mahatma Gandhi distributing fruits to students, 1946

একজন ছাত্রের কাছ থেকে গান্ধীজী একটি উপহার গ্রহণ করছেন, ১৯৪৬
Mahatma Gandhi receiving a present from a student, 1946

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore

"আমার জীবনই আমার বাণী"
"My Life is My Message"

"এমন এক ভারত সৃষ্টি করার জন্য আমি কাজ ক'রে যাব যেখানে দরিদ্রতমও অনুভব করবে যে এ তারই দেশ এবং এর উন্নতির পথে তার মতামতও যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে; এমন এক ভারত যেখানে মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ থাকবে না এবং যেখানে সকল সম্প্রদায় সম্পূর্ণ সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করবে। এই ভারতে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বা সুরা ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের স্থান নেই। নারী, পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে। বিশ্বের অপরাপর অংশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে শান্তিপূর্ণ, আর আমরা অপর কাউকে শোষণ করব না বা কারও দ্বারা শোষিত হব না ব'লে আমাদের সৈন্যবাহিনী হবে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র। কোটি কোটি মূক জনসাধারণের হিতের পরিপন্থী না হ'লে, ভারতীয় কিংবা অভারতীয় স্বার্থসমূহ সততার সঙ্গে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। বিদেশী এবং ভারতীয়দের মধ্যে পার্থক্য রাখা আমি ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করি। ... *এই আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ* ... অন্য কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হব না।" —মহাত্মা গান্ধী

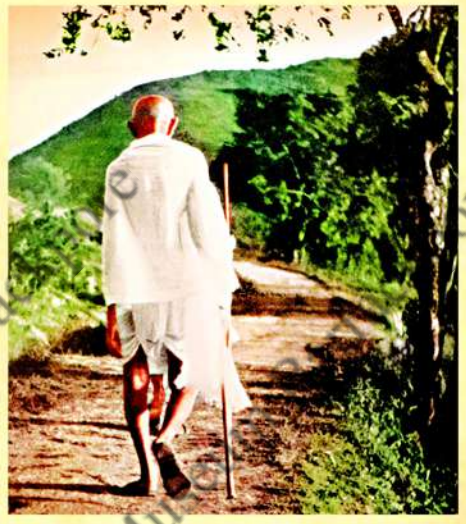

"I shall work for such an India where the poorest would feel that it is his country and his opinion will be given proper respect for its development; such an India where there will be no high and low among the inhabitants and every community would live in harmony. In this India there will be no curse of untouchability or there will be no place for intoxicants like alcohol, etc. Our relationship with the other parts of the world would be peaceful; we shall not exploit anyone or allow anybody to exploit us. As such our army will be as small as possible. We would preserve with honesty the interests of Indians or Non-Indians if these are not against the good of the crores of our people. Personally I dislike difference between the foreigners and Indians. ... This is the *India of my dreams*. ... I shall not be satisfied less these." –M. K. Gandhi

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০

Gandhi Museum Barrackpore